ট্রাস্ট ডিডের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

ট্রাস্ট ডিড (Trust Deed) হলো একটি আইনি দলিল, যা পশ্চিমবঙ্গে একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ট্রাস্টের উদ্দেশ্য, নিয়ম-কানুন, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা এবং সুবিধাভোগীদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে। পশ্চিমবঙ্গে ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে **ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২** এবং অন্যান্য স্থানীয় আইন প্রযোজ্য।

১. ট্রাস্টের সংজ্ঞা ও উদ্দেশ্য

ট্রাস্ট ডিড (Trust Deed) হলো একটি আইনি দলিল, যা একটি ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি ট্রাস্টের উদ্দেশ্য, নিয়ম-কানুন, সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা এবং সুবিধাভোগীদের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

ট্রাস্ট ডিডে ট্রাস্টের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে ট্রাস্ট সাধারণত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যে গঠিত হয়:

- **দাতব্য উদ্দেশ্য**: শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য দূরীকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি।
- **ধর্মীয় উদ্দেশ্য**: মন্দির, মসজিদ, গির্জা বা অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ।
- **পারিবারিক ট্রাস্ট**: পারিবারিক সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা বা উত্তরাধিকার সুরক্ষা।
- **সামাজিক কল্যাণ**: নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর কল্যাণ।

গুরুত্ব: উদ্দেশ্য অবশ্যই আইনসম্মত এবং সুনির্দিষ্ট হতে হবে। অস্পষ্ট বা বেআইনি উদ্দেশ্যের কারণে ট্রাস্ট বাতিল হতে পারে। পশ্চিমবঙ্গে দাতব্য ট্রাস্টের ক্ষেত্রে **পাবলিক চ্যারিটেবল ট্রাস্ট** হিসেবে গঠন করা হলে কর সুবিধা পাওয়া যায়।

২. ট্রাস্টের পক্ষগুলো

S S R K DIGITAL

ট্রাস্ট ডিডে নিম্নলিখিত পক্ষগুলোর বিবরণ থাকতে হবে:

- **ট্রাস্টার (Settlor/Author)**: যিনি ট্রাস্ট তৈরি করেন এবং সম্পত্তি বা অর্থ প্রদান করেন।
- **ট্রাস্টি (Trustee)**: যারা ট্রাস্টের সম্পত্তি পরিচালনা এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করেন।

- **সুবিধাভোগী (Beneficiary):** যারা ট্রাস্টের সুবিধা পাবেন। এটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সাধারণ জনগণ হতে পারে।

গুরুত্ব: পশ্চিমবঙ্গে ট্রাস্টির সংখ্যা ন্যূনতম দুজন হওয়া বাঞ্ছনীয়। ট্রাস্টার নিজেও ট্রাস্টি হতে পারেন। প্রত্যেক পক্ষের নাম, ঠিকানা, প্যান কার্ড নম্বর এবং পরিচয়পত্রের বিবরণ ডিডে উল্লেখ করতে হবে।

৩. ট্রাস্টের সম্পত্তি

ট্রাস্টের জন্য নির্দিষ্ট সম্পত্তি (স্থাবর বা অস্থাবর) বরাদ্দ করতে হয়। ডিডে সম্পত্তির বিবরণ, যেমন:

- জমি বা ভবনের ক্ষেত্রে: খতিয়ান নম্বর, মৌজা, জমির পরিমাণ।
- অর্থের ক্ষেত্রে: ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা নগদ অর্থের পরিমাণ।
- সম্পত্তি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া।

গুরুত্ব: পশ্চিমবঙ্গে ট্রাস্টের সম্পত্তি ট্রাস্টির নামে নিবন্ধিত হতে হবে। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে **স্ট্যাম্প ডিউটি** এবং **রেজিস্ট্রেশন ফি** প্রযোজ্য হতে পারে। সম্পত্তির মালিকানা স্পষ্ট না হলে ট্রাস্ট আইনত অকার্যকর হতে পারে।

৪. ট্রাস্টির দায়িত্ব ও ক্ষমতা

ট্রাস্ট ডিডে ট্রাস্টির নিম্নলিখিত দায়িত্ব ও ক্ষমতা উল্লেখ করা হয়:

- সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ ও বিনিয়োগ।
- সুবিধাভোগীদের মাঝে সুবিধা বিতরণ।
- নিয়মিত হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা।
- ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

SSRK DIGITAL

গুরুত্ব: ট্রাস্টির ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাতে তারা ট্রাস্টের উদ্দেশ্যের বাইরে কাজ করতে না পারেন। পশ্চিমবঙ্গে ট্রাস্টিরা **ইন্ডিয়ান ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৮৮২** অনুযায়ী ফিডুসিয়ারি দায়িত্ব পালন করেন।

৫. সুবিধাভোগীর অধিকার

সুবিধাভোগীদের অধিকার ও সুবিধা ডিডে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। যেমন:

- ট্রাস্টের আয় বা সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত সুবিধার পরিমাণ।
- সুবিধা প্রদানের সময়সীমা বা শর্ত।
- সুবিধাভোগীদের অধিকার (যেমন, হিসাব পরীক্ষা করার অধিকার)।

গুরুত্ব: পশ্চিমবঙ্গে পাবলিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী সাধারণ জনগণ হতে পারে। সুনির্দিষ্ট সুবিধাভোগী না থাকলে, ট্রাস্টের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করা জরুরি।

৬. ট্রাস্টের মেয়াদ ও সমাপ্তি

ট্রাস্টের মেয়াদ (স্থায়ী বা অস্থায়ী) এবং সমাপ্তির শর্ত ডিডে উল্লেখ করতে হবে। সমাপ্তির পর সম্পত্তি কীভাবে বিতরণ হবে, তাও নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উদাহরণস্বরূপ:

- ট্রাস্টের উদ্দেশ্য পূরণ হলে সম্পত্তি অন্য দাতব্য সংস্থায় হস্তান্তর।
- পারিবারিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারীদের মাঝে বণ্টন।

গুরুত্ব: পশ্চিমবঙ্গে ট্রাস্ট সমাপ্তির জন্য আদালতের অনুমোদন প্রয়োজন হতে পারে, বিশেষ করে পাবলিক ট্রাস্টের ক্ষেত্রে।

৭. সংশোধন ও বাতিলের বিধান

ট্রাস্ট ডিডে উল্লেখ করতে হবে যে, কীভাবে এবং কখন ট্রাস্ট সংশোধন বা বাতিল করা যাবে। সাধারণত, ট্রাস্টার বা ট্রাস্টিদের সম্মতি এবং আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি সম্ভব।

S S R K DIGITAL

গুরুত্ব: পশ্চিমবঙ্গে সংশোধনের জন্য **চ্যারিটেবল অ্যান্ড রিলিজিয়াস ট্রাস্ট অ্যাক্ট, ১৯২০** এর বিধান অনুসরণ করতে হতে পারে।

৮. আইনি ও প্রশাসনিক বিষয়

- **নিবন্ধন:** পশ্চিমবঙ্গে ট্রাস্ট ডিড **সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে** নিবন্ধন করতে হয়। নিবন্ধনের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি এবং ফি প্রযোজ্য। দাতব্য ট্রাস্টের ক্ষেত্রে **চ্যারিটি কমিশনার** বা **রেজিস্ট্রার অফ সোসাইটিজ**-এর কাছে নিবন্ধন করা যেতে পারে।
- **কর সুবিধা:** দাতব্য ট্রাস্টের ক্ষেত্রে **ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১**-এর ধারা ১২এ এবং ৮০জি-এর অধীনে কর ছাড় পাওয়া যায়। এজন্য ট্রাস্টকে নিবন্ধন করতে হবে।
- **বিরোধ নিষ্পত্তি:** বিরোধের ক্ষেত্রে মধ্যস্থতা বা আদালতের মাধ্যমে সমাধানের বিধান ডিডে উল্লেখ করতে হবে।

গুরুত্ব: পশ্চিমবঙ্গে ট্রাস্ট নিবন্ধন না করলে আইনি স্বীকৃতি পাওয়া যায় না, এবং কর সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়া যায়।

৯. হিসাব রক্ষণ ও স্বচ্ছতা

ট্রাস্টের আর্থিক হিসাব নিয়মিত রক্ষণ এবং নিরীক্ষার বিধান ডিডে থাকতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে দাতব্য ট্রাস্টের ক্ষেত্রে বার্ষিক হিসাব **চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট** দ্বারা নিরীক্ষিত হতে হবে এবং ইনকাম ট্যাক্স বিভাগে জমা দিতে হবে।

গুরুত্ব: স্বচ্ছতার অভাবে ট্রাস্টির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতে পারে এবং কর ছাড় বাতিল হতে পারে।

১০. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ধারা

- **ট্রাস্টির প্রতিস্থাপন:** কোনো ট্রাস্টি মারা গেলে বা পদত্যাগ করলে নতুন ট্রাস্টি নিয়োগের প্রক্রিয়া ডিডে উল্লেখ করতে হবে।
- **বিশেষ শর্ত:** ট্রাস্টের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ নির্দেশনা, যেমন বৃত্তি প্রদানের শর্ত বা সম্পত্তি ব্যবহারের নিয়ম।
- **ভাষা ও স্পষ্টতা:** ডিডের ভাষা সহজ ও স্পষ্ট হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে সাধারণত বাংলা বা ইংরেজিতে ডিড তৈরি করা হয়।

SSRK DIGITAL